স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

গল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ১৬ই পৌষ বুধবার ১৩৭০ ইংরাজী 1st Jan. 1964 { ৩০শ সংখ্যা

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুল ও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

রন্ধনে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিপুণতা আনবে।

প্রস্তুতকারক

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ, অগ্রিম দেয় নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সবচেয়ে সুবিধায় বই কিনতে হ'লে

জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান **ষ্টুডেন্টস্-ফেভারিট**-এ আসুন।

আমাদের বিশেষত্বঃ— রঘুনাথগঞ্জ (বাস ষ্ট্যাণ্ড)

* এক সঙ্গে সেট বই সরবরাহ করা।
* শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়া।
* ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্য ও অর্থপুস্তক নির্বাচনে সহায়তা করা।
* আমাদের সততায় সকলের সহানুভূতি লাভ করা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই পৌষ বুধবার সন ১৩৭০ সাল।

হুজুরের জিদে গরম পানি

—•—

রামকমল মুখুজ্যে ছিলেন পাকা সুদখোর। হ্যাণ্ডনোট ভিন্ন টাকা ধার দিতেন না। চাহিবামাত্র "দিবার অঙ্গীকারে" বাক্যটি তাঁহার বড় রুচিকর ছিল। হ্যাণ্ডনোট এক বৎসরের হইবামাত্র তিনি চাইতে আরম্ভ করিতেন। অন্ততঃ দেনাদারকে হিসাব করিতে বাধ্য করিতেন। বলিতেন—টাকা তো দিতে হবে না। হিসাব করে যা হবে তা আর একখানা নূতন হ্যাণ্ডনোটে লিখে দিলেই তো চাহিবামাত্র দেওয়া হ'লো। দেনাদার টাকা না দিতে পারলে তাই করে দিত। কাজেই নগদ টাকা মুখুজ্যে মশায়ের পাওয়া না হ'লেও তার সুদ ঠিক চলতে লাগলো। মুখুজ্যে মশায় পুরাতন হ্যাণ্ডনোটখানা শোধ জ্ঞানে তাহার পৃষ্ঠে নূতন হ্যাণ্ডনোটের লিখিত অঙ্ক অবলগ বাঁধিয়া জমা করিয়া খত্‌খানার মাথা ছিঁড়িয়া রাখিতেন। তাহার মতলব ছিল না, কাহার নিকট অন্যায় করিয়া টাকা আদায় করেন। নূতন হ্যাণ্ডনোট নেওয়ার মানে সুদের টাকারও সেদিন হইতে সুদ চলিতে লাগিল।

মহকুমায় একজন নূতন মুন্সেফবাবু আসিয়াছেন, দেনাদারের উপর তাঁহার দয়া খুব এই সংবাদ দেশে রটিয়া গিয়াছে। তিনি এলাকায় কে কে পাকা সুদখোর তাহা অপর এক মুন্সেফের কাছে গল্পছলে জানিয়া লইয়াছেন। রামকমল মুখুজ্যেকে তাঁহার বন্ধু মুন্সেফ সাইলক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

একদিন রবিবারে দুই মুন্সেফ তাঁহাদের কোয়াটারের সামনে মাঠে বেঞ্চ পাতিয়া বসিয়া গল্প করিতেছেন। এমন সময়ে যিনি তাঁহাকে চিনিতেন তিনি চাপা গলায় নবাগতকে বলিলেন দেখুন এরই কথা বলেছিলাম। ইনি সেই মুখুজ্যে। নূতন বাবু বলিলেন "সাইলক"? রামকমল মুখুজ্যের কানে কথাটা যাইবা মাত্র তাঁহাদের নিকট ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন—"আমি লেখাপড়া জানিনে, কিন্তু শ্যালক মানে যে শালা তা আমি জানি। আমাকে যাহারা শ্যালক বলবে তারাও শ্যালক। এখন তো কনটেম্ কোর্ট হবে না। ফৌজদারীতে হলপ্ নিয়ে নালিশ করতে হবে।" নূতন মুন্সেফ বাবু সুদের সুদ ডিক্রী দেন না তাহা রামকমল শুনিয়াছে। নূতন মুন্সেফ বাবু 'সেনগুপ্ত' তাহাও জানিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মুখুজ্যে মশায় পুরাতন হ্যাণ্ডনোটের সব টাকা হিসাব করিয়া নূতন হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লইতেন। একজনকে ৩০০৲ টাকা দিয়াছিলেন তাহা কয়েক বৎসরে সুদে আসলে ১১০০৲ টাকার অধিক হইয়াছে। রামকমল দেনাদারকে টাকা চাহিলেন, দেনাদার দিতে পারিল না, মুখুজ্যে মশায় ৯৯৯৲ টাকার নালিশ করিলেন সেনগুপ্ত বাবুর এজলাসে মামলা উঠিল। মুখুজ্যে মশায় নূতন পাশ করা উকিল ভিন্ন বেশি টাকা ফিঃ দিয়া অভিজ্ঞ উকিল নিযুক্ত করিতেন না। তিনি বলিতেন 'খ' কারাদি মামলা ডিক্রী করিতে ভাল উকিলের দরকার কি?

একজন নূতন পাশ করা উকিল তাঁহাকে সনাক্ত করিয়া মুন্সেফ বাবুকে বলিলেন "ইনি রামকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়, মূলে ৩০০৲ টাকা ধার দিয়া হুজুরের আদালতে ৯৯৯৲ টাকার দাবী করিয়া এই আর্জি দাখিল করিতেছেন। ইহার প্রমাণ এই ছিন্নমস্তক পরিশোধ হওয়া হ্যাণ্ডনোটগুলি দেনাদার স্বহস্তে এইগুলি লিখিয়া দিয়াছিলেন।" উকিল বাবু কথা শেষ করা মাত্র মুন্সেফ বাবু মুখুজ্যে মশায়কে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইলেন। অপর পক্ষের কেহ উকিল ছিল না। সে পক্ষের আদালতের কৃপা ভিক্ষা করিয়া আবেদন করা হইয়াছিল, যে দেনাদার মাত্র ৩০০৲ টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল। বাদী ৯৯৯৲ টাকা দাবি করিয়াছে। সুদের সুদ দিতে হইলে আমার ভিটা পর্য্যন্ত থাকিবে না। আমি হুজুরের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি যাহাতে আমি রক্ষা পাই।

মুন্সেফ বাবু মুখুজ্যে মশায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি ব্রাহ্মণ, কেমন ব্রাহ্মণ?"

মুখুজ্যে মশায় উত্তর দিলেন আমি সুদখোর-কসাই ব্রাহ্মণ। জাতির কথা লইয়া টিটকারী শুনিতে আদালতে আসি নাই। হুজুর যেমন বৈদ্য আমিও তেমনি ব্রাহ্মণ!

দর্শকে আদালত গৃহ ভরিয়া গিয়াছে। একজন প্রবীণ উকিল মুখুজ্যে মশায়কে চুপ করিয়া বলিলেন আদালত অবমাননা হইতেছে যে, মুখুজ্যে মশায় বলিল "জাতি লইয়া আমাকে অবমাননা করিলেই তাঁহাকেও জাতির কথা শুনিতেই হইবে। আমার যেমন শাস্ত্রজ্ঞান নেই উহারও তেমনি নাড়ীজ্ঞান নেই।" ইহা শুনিয়া মুন্সেফ বাবু বলিলেন "আমি ৪৫০৲ টাকার এক পয়সা বেশী ডিক্রী দেবো না। সুদের সুদ তস্যসুদ। মুখুজ্যে মশায় জবাব দিলেন মহারাণী সুদের সুদ দিচ্ছেন ও কেন দেবে না। ওকি লাট সাহেব।"

মুন্সেফ—মহারাণী কি আপনার কাছে টাকা ধার নিয়েছিলেন?

মুখুজ্যে—আমি ডাকঘরে ৫০০৲ সেভিন্ ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছিলাম। পোষ্ট মাষ্টার বাবু তাগাদা করে পাশ বুক চেয়ে নিয়ে সুদ জমা করে দিলেন। তারও সুদ চলবে। মহারাণীর সুদের সুদ দেওয়া হোল নাকি?

মুন্সেফ—আমি ৪৫০৲ বেশী এক পয়সাও দেব না, আমার কথা থাকবে।

মুখুজ্যে—একখানা দরখাস্ত দেব হুজুর। একটু সময় দেন। এইবার মুখুজ্যে মশায় উকিলের হাতে একখানি ডেমি দিয়া বলিলেন "আদালতের নাম লিখুন মোকদ্দমার নং দিন। এইবার লিখুন হুজুর আদালতে হাজির হওয়ার পর শুনিলাম আমার প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বিবাদী কতকগুলি কাচ্চাবাচ্চা লইয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছে। আমি আমার মায় সুদ সমস্ত টাকা ১৩০০ শত কয়েক টাকা হওয়াতে এই মুন্সেফের হাজার টাকার বেশী দাবির মামলা করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া ৯৯৯৲ টাকার আর্জ্জি করিয়াছিলাম। এক্ষণে দাবীকৃত সমস্ত টাকা বিবাদীকে রেহাই দিলাম। উহার

উপর মোকদ্দমা করায় তাহার যে খরচ হইয়াছে তাহা আমার বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে এই এজলাসেই তাহা মিটাইয়া দিতেছি।

দরখাস্তখানিতে ৸০ আনার একখানি কোর্ট ফি লাগাইয়া পেস্কারকে দিবামাত্র হাকিম বাবু পেস্কারকে উহা পান্চ করিতে নিষেধ করিলেন। মুখুজ্যে মশায় হাকিমকে বাললেন "হুজুর আমার এক বাবা যে দরখাস্ত দিয়াছি তাহা ফেরত নেব না। তাহা পান্চ করুন আর না করুন। দেন, ৪৫০৲ টাকা ডিক্রী দেন? হুজুরের জিদে সওয়া বার আনার খরচাতেই পানি ঢালা হয়ে গেল।"

মুখুজ্যে মশায়ের কাণ্ড দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া সমাগত উকিল বাবুগণ বলিলেন "মুখুজ্যে মশায়! ৪৫০৲ টাকাও তো পাচ্ছিলেন, এ আপনার কোন্ বুদ্ধি হলো?"

মুখুজ্যে—এলে, বেলে পাশ করে আপনাদের মত বুদ্ধি হোলে আপনাদের মত গাছতলায় গাছতলায় ঘুরতাম। ক'দিন পর দেখবেন আমার টেষ্টোকেস। আজ হুজুরের জিদে গরম পানি ঢেলে চল্লাম। ক্ষমতার আসনে বসিয়া বেআইনি জিদের যে কি পরিণতি তাহা হাকিম বাবুর মুখের দিকে তাকালেই বুঝা যায়।

পেটের মধ্যে ৬ ইঞ্চি ছোরা

বহরমপুর :—ম্যাজিক দেখাইতে গিয়া জনৈক ম্যাজিসিয়ানের গলা দিয়া একটি ছোরার ফলা পেটের মধ্যে চলিয়া যায় এবং যাদুকর সত্যই ছোরা খাইয়া ফেলে। গত ২০শে ডিসেম্বর ধীরেন্দ্র মণ্ডল নামে জিয়াগঞ্জের জনৈক ম্যাজিসিয়ান যাদুর খেলা দেখাইবার সময় একখানি ছোরা মুখের মধ্যে পুরিলে ছোরার ফলাখানি খুলিয়া তাহার গলা দিয়া দৈবাৎ নামিয়া যায়। উক্ত যাদুকরকে পরে বহরমপুর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। হাসপাতালে এক্সরে করার পর দেখা যায় প্রায় ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ ফলাখানি তাহার পেটের মধ্যে আছে। হাসপাতালের সার্জ্জেন সত্বর পেট কাটিয়া ছোরার ফলাখানি বাহির করার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

——"মুর্শিদাবাদ সমাচার"

ফরাক্কায় কর্মব্যস্ততা

বাঁধ সাবকমিটির বৈঠক

আগামী ১৩ই জানুয়ারী ফরাক্কার কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী ডাঃ কে এল রাওয়ের সভাপতিত্বে বাঁধ সাবকমিটির বৈঠক হওয়ার কথা। ঐদিনই সেখানে ফরাক্কা বাঁধ সমন্বয় কমিটিরও সভা হইবে বলিয়া জানান হইয়াছে। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন এবং সেচ ও বিদ্যুৎ ও রাজস্ব-মন্ত্রী শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য এবং সেচ দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রীরঘু বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে আসিবেন। এই উপলক্ষে ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের কাজ পুরাদমে সুরু হইয়াছে। প্রত্যেক কর্মী দিবারাত্রি কাজ করিতেছেন। এত ব্যস্ততা ইতঃপূর্বে পরিলক্ষিত হয় নাই

ভেজাল নারিকেল তৈলে দণ্ড

—•—

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর খাদ্য পরিদর্শক মহাশয়ের অভিযোগক্রমে ভেজাল নারিকেল তৈল বিক্রয়ের অপরাধে রঘুনাথগঞ্জ নিবাসী শ্রীরামকৃষ্ণ পাল ও শ্রীগৌরগোপাল দত্ত ফৌজদারী সোপরদ্দ হয়। বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণ পালের ১৫০ টাকা অর্থদণ্ড ও ১ দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও শ্রীগৌরগোপাল দত্তের ৭৫ টাকা অর্থদণ্ড ও ১ দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

অমিয় মেডিক্যাল কোম্পানী

অরঙ্গাবাদ

সুবিধা দরে ঔষধ পাইবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান

বিঃ দ্রঃ—জঙ্গিপুর মহকুমার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, এম-বি-বি-এস, ডি-টি-এম (কলিঃ), ডি-জি-ও (ডবলিন) ডি-ও (লণ্ডন) প্রত্যেক বুধবার আমাদের ফার্মেসীতে আসিয়া রোগী দেখিয়া থাকেন। জিয়াগঞ্জ মহিলা হাসপাতালের যাবতীয় ঔষধ পাইবেন।

বিনীত—অমিয়কুমার দাস

ভেজাল দুগ্ধে অর্থদণ্ড

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর খাদ্য পরিদর্শক মহাশয়ের অভিযোগক্রমে গদাইপুর গ্রামের শ্রীহরিপদ ঘোষ ভেজাল দুগ্ধ বিক্রয়ের অপরাধে ফৌজদারী সোপরদ্দ হয়। বিচারে ১২০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

সাধারণের জ্ঞাতব্য

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে ১৯৬৪ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জঙ্গিপুর পৌরসভার কমিশনার নির্ব্বাচনের দিন স্থির হইয়াছে এবং ৭ই জানুয়ারী ১৯৬৪ তারিখ প্রার্থীগণের মনোনয়নপত্র দাখিল করিবার দিন চূড়ান্তভাবে ধার্য্য হইয়াছে। জঙ্গিপুর পৌরসভাতে এবং জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের অফিসে মনোনয়নপত্রের ফর্ম্ম প্রত্যহ বেলা ১০টা হইতে বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে। মনোনয়নপত্র যথাযথভাবে পূরণ হওয়া চাই এবং ঐ সঙ্গে পৌরসভার আইনের ২৫ ধারামত যে অর্থ জমা দেওয়ার বিধান আছে ঐ অর্থ জমা দেওয়ার রশিদটীও মনোনয়নপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে। মনোনয়নপত্রে প্রার্থী যে প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক ঐ প্রতীক চিহ্নের তালিকা জঙ্গিপুর পৌরসভা ও জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

—জঙ্গিপুর মহকুমা প্রচার সংস্থা।

Notice

Quotations are invited in sealed covers from reputable firms within 7-1-64 for supplying science appliances.

Secretary, Raghunathganj
Multipurpose school.
P. O. Raghunathganj (Murshidabad)
31. 12. 63

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং ***বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি*** ইত্যাদি ও **অঞ্চল** পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

★আই,সি,আই পেইন্ট
★মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
★যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
★ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

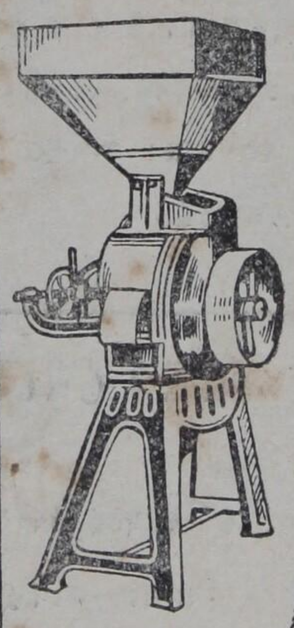

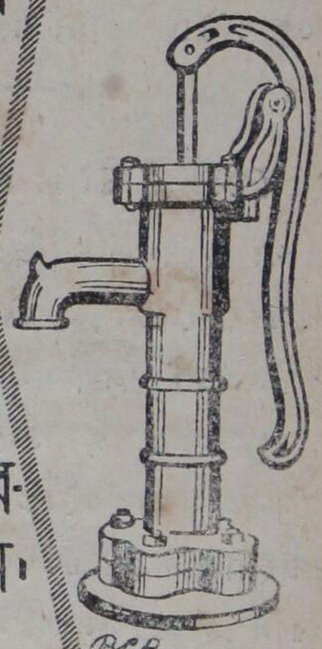

বিক্রেতা:—

কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর
খাগড়া মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।